নদীমন

নদীর নামে নাম যে তোমার, নদীর সাথেই ঘর,
তোমার জন্যে দুঃখ পেলেই নদীর জাগে চর।

তুমি যখন উজান স্রোতে উড়িয়ে দিলে খই,
বুকটা নদীর চলকে ওঠে, জলকে থই থই।

মুক্তো বেণী ছড়িয়ে দিতেই আকাশটা গুম গুরু
তখন নদীর পার ভাঙানোর গল্প বলা শুরু।

তোমার সাথে প্রথম যেদিন নদীর হল দেখা
নদীর নাকি সেদিন থেকেই প্রথম কাব্য লেখা।

যেদিন প্রথম পা ডোবালে দুই সিঁড়ি, তিন সিঁড়ি
বললে তুমি ঢেউগুলো তোর বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি।

তোমার শরীর ডুবলো যখন ঢেউ-এর সাথে ঢেউ
তোমার বুকে নদীই ছিল, আর ছিল না কেউ।

এই মেয়ে কিসের এত দুঃখ রে তোর? কিসের অভিমান?
জানিস না তা, তোরই দুঃখে নদীর কান্না, গাইছে ভাটিগান।

তোর কান্না পাখির মত উড়লে আকাশ তীরে
জলপরীরা হাসনু ফোটায় নদীর বুকেই ফিরে ।

তবুও কেন নদীর ভাষা বুঝলি না রে কন্যে
নদীরও তো দুঃখ আছে, দুঃখ তোরই জন্যে।

তোরই সাথে ঘর করে সে, তোরই সাথে ভাসে
দুঃখী মেয়েরে কাব্য লিখে তোকেই ভালবাসে।

হায়রে হায়, মুখপুড়ি তুই নদীর গল্প শোন
তোরই নামে নাম যে নদীর, দুঃখী নদী মন।

দেবাশীষ